সমকাল

তারিখ ... 04 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

মাদ্রাসায় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমে ভাটা

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন অর্থাভাবে শুরু হয়নি

■ সাব্বির নেওয়াজ

অর্থের অভাবে আটকে গেছে মাদ্রাসায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম। সরকার সারাদেশের ৬৫৩টি নির্বাচিত মাদ্রাসায় একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠা করে প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদানে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। আড়াই বছর মেয়াদি প্রকল্পটি প্রায় এক বছর চলে গেলেও এখনও কাজই শুরু হয়নি। এর কারণ, প্রকল্পে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। এ বছর শুধু একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে বাজেটে এ প্রকল্পে বরাদ্দ না পেলে প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতায় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এসব মাদ্রাসার কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। সরকারের শেষ বছর হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে জানা গেছে, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষা চালুর বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, ক্লাসে পাঠদান কার্যক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ মাদ্রাসায় মানসম্মত শিক্ষকপুল তৈরি করা।

'এষ্টাবলিশমেন্ট অব মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ইন ৬৫৩ মাদ্রাসা' শীর্ষক এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৩০ কোটি ৬৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৭-এ জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়। গত বছরের ২৯ অক্টোবর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার কথা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের। প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো– ২০১৯ সালের মধ্যে সারাদেশের ৬৫৩টি নির্বাচিত মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অর্থাৎ কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ ইন্টারনেট সংযোগ সামগ্রী ক্রয় করা, প্রকল্পের মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ক্লাসরুমে হোয়াইট বোর্ড স্থাপন করা।

জানা গেছে, যেসব মাদ্রাসায় ন্যূনতম ২০০ শিক্ষার্থী এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ও নৈশপ্রহরী রয়েছে, সেসব মাদ্রাসাকে এ প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা সমকালকে জানান, চলতি অর্থবছরের বাজেট পাস হওয়ার পরে এ প্রকল্পটির অনুমোদন হয়েছে। এডিপিতেও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ কারণে প্রকল্পটিতে কোনো অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। সংশোধিত এডিপিতে গত মাসের ১৫ তারিখ মাত্র দুই কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসেও এই অর্থ পাওয়া যাবে কি-না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পিডি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনবল নিয়োগ ও দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে এখন।

জানতে চাইলে এ প্রকল্পের পরিচালক খন্দকার সিরাজুল ইসলাম গতকাল মঙ্গলবার সমকালকে বলেন, 'নতুন প্রজেক্ট হওয়ায় কার্যক্রম শুরু করতে একটু দেরি হয়েছে। সব প্রজেক্টই শুরুর আগে একই ধরনের সমস্যা হয়। চলতি অর্থবছরের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এই টাকায় কী কাজ করা যায় তার প্ল্যান করছি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামী বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাওয়া যাবে। প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যেই কাজ শেষ করা যাবে। এ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না।